দৈনিক ইনকিলাব

25 DEC 1991
তারিখ 26 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

29

শিক্ষাঙ্গনে

গণশিক্ষা প্রবর্তনে পৃথক মন্ত্রণালয় চাই

জাতীয় উন্নয়নের প্রকৃত অন্তরায়কে যেভাবেই হোক নির্মূল করতে হবে এবং এ প্রয়াসেই আমাদের জাতীয় জীবনের নিরক্ষরতার অভিশাপকেই প্রধানতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। বাস্তবিক অবস্থায় আজ বাংলাদেশের মোট এগার কোটি জনসংখ্যার মধ্যে সাড়ে আট কোটিরও বেশী জনগণ নিরক্ষর। যে জাতি নিরক্ষরতার অভিশাপে পঙ্গু, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত সে জাতির জন্য কোন উন্নয়নই সম্ভব নয়। কথিত আছে কোন এক পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন যে, জাতির উন্নতির জন্য তিনটি মাত্র উপাদানেরই সর্বাধিক প্রয়োজন। এবং সে তিনটি উপদানই হচ্ছে শিক্ষা—শিক্ষা—শিক্ষা অর্থাৎ শিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই এ বিশাল নিরক্ষর জনসংখ্যাকে সাক্ষর করে তুলতে হলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সর্বপ্রথম চাই গণশিক্ষার ব্যাপক আয়োজন। এ আয়োজনকে একটি বিরাট অভিযানে পরিণত করে একান্তই পৃথকভাবে 'গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়' সৃষ্টির মাধ্যমে একে পরিচালিত করতে হবে।

প্রকৃত অর্থে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করে তোলার মধ্যে সকল উন্নয়নই সম্ভব নিহিত। বলা বাহুল্য, 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। শিক্ষাই সকল উন্নয়নের চাবিকাঠি। ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, "লেট ইজ বেটার দ্যান নেভার"। তাই কালক্ষেপণ না করে অবিলম্বে "গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়" প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অত্র মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচীর আওতায় সমগ্র নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশ্যই সাক্ষর করে তুলতে হবে। ইংরেজীতে আরও একটি কথা আছে, জাস্টিস ডিলেইভ, জাস্টিস ডিনায়েড। যেহেতু গণশিক্ষার বিকল্প নেই, গণশিক্ষার প্রকল্পকে অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে সফল করে তুলে অতীতের সকল ব্যর্থতার গ্লানি মুছে ফেলতে হবে। বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের একমাত্র বাস্তবমুখী পথ "গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়" প্রবর্তিত হোক—এই কামনা করি।

—মোঃ সফিউল ইসলাম